

**প্রথম তফসিল
পরিষদের কার্যাবলী
[ধারা ২২ দ্রষ্টব্য]**

^১[১। জেলার আইন শৃঙ্খলার তত্ত্বাবধান, সংরক্ষণ ও উহার উন্নতি সাধন;

১ক। পুলিশ (স্থানীয়);

১খ। উপজাতীয় রীতিনীতি অনুসারে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও উপজাতীয় বিষয়ক বিরোধের বিচার;]

২। জেলার স্থানীয় কর্তৃপক্ষসমূহের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের সমন্বয় সাধন; উহাদের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন পর্যালোচনা ও হিসাব নিরীক্ষণ; উহাদিগকে সহায়তা, সহযোগিতা ও উৎসাহ দান।

৩। শিক্ষা।-

(ক) প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ;

(খ) সাধারণ পাঠ্যগ্রন্থ স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ;

(গ) ছাত্রবৃত্তির ব্যবস্থা;

(ঘ) ছাত্রাবাস স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ;

(ঙ) প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ;

(চ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক মঞ্জুরী প্রদান;

(ছ) বয়স্ক শিক্ষার ব্যবস্থা;

(জ) শিশু ছাত্রদের জন্য দুঃখ সরবরাহ ও খাদ্যের ব্যবস্থা;

(ঝ) গরীব ও দুঃস্থ ছাত্রদের জন্য বিনামূল্যে বাহ্যস্কৃত মূল্যে পাঠ্য পুস্তক সরবরাহ;

(ঝঝ) পাঠ্য পুস্তক ও শিক্ষা সামগ্রী বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ ^১;

^১ দফা ১, ১ক এবং ১খ পূর্ববর্তী দফা ১ এর পরিবর্তে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ (সংশোধন) আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সনের ১০ নং আইন) এর ৩৬ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

^২ সেমিকোলন (;) দাঁড়ির () পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত এবং অতঃপর (ট), (ঠ) ও (ড) এন্ট্রিসমূহ খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ (সংশোধন) আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সনের ১০ নং আইন) এর ৩৬ ধারাবলে সংযোজিত।

- (ট) বৃত্তিমূলক শিক্ষা;
- (ঠ) মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা;
- (ড) মাধ্যমিক শিক্ষা।]

৪। স্বাস্থ্য-

- (ক) হাসপাতাল, ডাঙ্কারখানা প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র ও ডিসপেনসারী স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ;
- (খ) ভ্রাম্যমান চিকিৎসক দল গঠন, চিকিৎসা সাহায্য প্রদানের জন্য সমিতি গঠনে উৎসাহ দান;
- (গ) ধাত্রী প্রশিক্ষণ;
- (ঘ) ম্যালেরিয়া ও সংক্রামক ব্যাধি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ;
- (ঙ) পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;
- (চ) স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিদর্শন;
- (ছ) কম্পাউন্ডার, নার্স এবং অন্যান্য চিকিৎসা কর্মীর কার্য পরিদর্শন;
- (জ) প্রাথমিক স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ।

৫। জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন এবং তৎসম্পর্কিত কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
জনস্বাস্থ্য বিষয়ক শিক্ষার প্রস্তাব।

৬। কৃষি ও বন-

- (ক) কৃষি উন্নয়ন ও কৃষি খামার স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ;
- (খ) সরকার কর্তৃক [* * *] রাখিত নয় এই প্রকার বন সম্পদ উন্নয়ন ও সংরক্ষণ;
- (গ) উন্নয়ন কৃষি পদ্ধতি জনপ্রিয়করণ, উন্নত কৃষি যন্ত্রপাতি সংরক্ষণ ও কৃষকগণকে উক্ত যন্ত্রপাতি ধারে প্রদান;
- (ঘ) পতিত জমি চাষের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ;

^১ “সংরক্ষিত বা” শব্দগুলি খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ (সংশোধন) আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সনের ১০নং আইন) এর ৩৬ ধারাবলে বিলুপ্ত।

- (৫) গ্রামাঞ্চলে বনভূমি সংরক্ষণ;
- (চ) বাঁধ নির্মাণ ও মেরামত এবং কৃষি কার্যে ব্যবহার্য পানি সরবরাহ, জমানো ও নিয়ন্ত্রণ;
- (ছ) কৃষি শিক্ষার উন্নয়ন;
- (জ) ভূমি সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধার এবং জলাভূমির পানি নিষ্কাশন;
- (ঝ) শষ্য পরিসংখ্যান সংরক্ষণ, ফসলের নিরাপত্তা বিধান, বপনের উদ্দেশ্য বীজের খণ্ড দান, রাসায়নিক সার বিতরণ এবং উহার ব্যবহার জনপ্রিয়করণ;
- (ঝঃ) রাস্তার পার্শ্বে ও জনসাধারণের ব্যবহার্য স্থানে বৃক্ষরোপণ ও উহার সংরক্ষণ।

৭। পশু পালন-

- (ক) পশুপাখী উন্নয়ন;
- (খ) পশুপাখীর হাসপাতাল স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ;
- (গ) পশু খাদ্যের মজুদ গড়িয়া তোলা;
- (ঘ) গৃহপালিত পশুসম্পদ সংরক্ষণ;
- (ঙ) চারণ ভূমির ব্যবস্থা ও উন্নয়ন;
- (চ) পশুপাখীর ব্যাধি প্রতিরোধ ও দূরীকরণ এবং পশুপাখীর সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ;
- (ছ) দুঁফ পল্লী স্থাপন এবং স্বাস্থ্যসম্মত আস্তাবলের ব্যবস্থা ও নিয়ন্ত্রণ;
- (জ) গৃহপালিত পশু খামার স্থাপন ও সংরক্ষণ;
- (ঝ) হাঁস-মুরগী খামার স্থাপন ও সংরক্ষণ;
- (ঝঃ) গৃহপালিত পশু ও হাঁস-মুরগী পালন উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- (ট) দুঁফ খামার স্থাপন ও সংরক্ষণ;

৮। মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন, মৎস্য খামার স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ, মৎস্য ব্যাধি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ।

৯। সমবায় উন্নয়ন ও সমবায় জনপ্রিয়করণ এবং উহাতে উৎসাহ দান।

১০। শিল্প ও বাণিজ্য-

- (ক) ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপন এবং উহাতে উৎসাহ দান;
- (খ) স্থানীয় ভিত্তিক বাণিজ্য প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
- (গ) হাট বাজার স্থাপন, নিয়ন্ত্রণ ও রক্ষণাবেক্ষণ;
- (ঘ) গ্রামাঞ্চলে শিল্পসমূহের জন্য কাঁচামাল সংগ্রহ এবং উৎপাদিত সামগ্রীর বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা;
- (ঙ) গ্রামভিত্তিক শিল্পের জন্য শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ প্রদান;
- (চ) গ্রাম বিপনী স্থাপন ও সংরক্ষণ।

১১। সমাজকল্যাণ-

- (ক) দুঃস্থ ব্যক্তিদের জন্য কল্যাণ সদন, আশ্রয় সদন, অনাথ আশ্রম, এতিমখানা, বিধৱা সদন এবং অন্যান্য কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ;
- (খ) মৃত নিঃস্ব ব্যক্তিদের দাফন বা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যবস্থা করা;
- (গ) ভিক্ষাবৃত্তি, পতিতাবৃত্তি, জুয়া, মাদকদ্রব্য সেবন, কিশোর অপরাধ এবং অন্যান্য সামাজিক অনাচার প্রতিরোধ;
- (ঘ) জনগণের মধ্যে সামাজিক, নাগরিক এবং দেশপ্রেমমূলক গুনাবলীর উন্নয়ন;
- (ঙ) দরিদ্রদের জন্য আইনের সাহায্য (লিগ্যাল এইড) সংগঠন;
- (চ) সালিশী ও আপোমের মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ;
- (ছ) দুঃস্থ ও ছিন্মূল পরিবারের সাহায্য ও পুনর্বাসন;
- (জ) সমাজকল্যাণ ও সমাজ উন্নয়নমূলক অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ।

১২। সংক্ষিতি-

- (ক) সাধারণ ও উপজাতীয় সংক্ষিতিমূলক কর্মকাণ্ড সংগঠন ও উহাতে উৎসাহ দান;

- (খ) জনসাধারণের জন্য ক্রীড়া ও খেলাধূলার উন্নয়ন;
- (গ) জনসাধারণের ব্যবহার্য স্থানে রেডিওর ব্যবস্থা ও রক্ষণাবেক্ষণ;
- (ঘ) যাদুঘর ও আর্ট গ্যালারী স্থাপন ও প্রদর্শনীর সংগঠন;
- (ঙ) পাবলিক হল ও কমিউনিটি সেন্টার প্রতিষ্ঠা এবং জনসভার জন্য স্থানের ব্যবস্থা;
- (চ) নাগরিক শিক্ষার প্রসার, এবং স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও পুনর্গঠন, স্বাস্থ্য সমাজ উন্নয়ন, কৃষি, শিক্ষা, গবাদি পশু প্রজনন সম্পর্কিত এবং জনস্বার্থ সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়ের উপর তথ্য প্রচার;
- (ছ) জাতীয় দিবস ও উপজাতীয় উৎসবাদি উদ্যাপন;
- (জ) বিশিষ্ট অতিথিগণের অভ্যর্থনা;
- (ঝ) শরীর চর্চার উন্নয়ন, খেলাধূলায় উৎসাহ দান এবং সমাবেশ ও প্রতিযোগিতামূলক ক্রীড়া ও খেলাধূলার ব্যবস্থা করা;
- (ঝঃ) স্থানীয় এলাকায় ঐতিহাসিক এবং আদি বৈশিষ্ট্যসমূহ সংরক্ষণ;
- (ট) তথ্য কেন্দ্র স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ;
- (ঠ) সংস্কৃতি উন্নয়নমূলক অন্যান্য ব্যবস্থা।

১৩। সরকার বা কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সংরক্ষিত নহে এই প্রকার জনপথ, কালভার্ট ও ব্রীজের নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ এবং উন্নয়ন।

১৪। সরকার বা কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের রক্ষণাবেক্ষণে নহে এমন খেয়াঘাট ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ।

১৫। জনসাধারণের ব্যবহার্য উদ্যান, খেলার মাঠ ও উন্মুক্ত স্থানের ব্যবস্থা ও উদ্যানের রক্ষণাবেক্ষণ।

১৬। সরাইখানা, ডাকবাংলা এবং বিশ্রামাগার স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ।

১৭। সরকার কর্তৃক পরিষদের উপর অর্পিত উন্নয়ন পরিকল্পনার বাস্তবায়ন।

১৮। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন।

- ১৯। পানি নিষ্কাশন ও পানি সরবরাহ ব্যবস্থা, রাস্তা পাকাকরণ ও অন্যান্য জনহিতকর অত্যাবশ্যক কাজকরণ।
- ২০। স্থানীয় এলাকার উন্নয়নকল্পে নক্সা প্রণয়ন।
- ২১। স্থানীয় এলাকা ও উহার অধিবাসীদের ধর্মীয়, নৈতিক ও আর্থিক উন্নতি সাধনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ।
- ২২।^১ পুলিশ (স্থানীয়)।
- ২৩। উপজাতীয় রীতিনীতি, প্রথা ইত্যাদি এবং সামাজিক বিচার।”
- ২৪। ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা।
- ২৫। কাঞ্চাই-হৃদ ব্যতীত অন্যান্য নদী-নালা ও খাল-বিলের সুষ্ঠু ব্যবহার ও সেতু ব্যবস্থা।
- ২৬। পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন।
- ২৭। ঘূর কল্যাণ।
- ২৮। স্থানীয় পর্যটন।
- ২৯। পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ ব্যতীত ইস্প্রচ্ছমেন্ট ট্রাষ্ট ও অন্যান্য স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান।
- ৩০। স্থানীয় শিল্প বাণিজ্যের লাইসেন্স প্রদান।
- ৩১। জন্ম-মৃত্যু ও অন্যান্য পরিসংখ্যান সংরক্ষণ।
- ৩২। মহাজনী কারবার।
- ৩৩। জুম চাষ।]

^১ ক্রমিক নং ২২-৩৩ এ উল্লিখিত এন্টিসমূহ খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ (সংশোধন) আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সনের ১০নং আইন) এর ৩৬ ধারাবলে সংযোজিত।

দ্বিতীয় তফসিল

পরিষদ কর্তৃক আরোপনীয় কর, রেইট, [টোল, ফিস এবং সরকারের অন্যান্য
সূত্র হইতে প্রাপ্ত আয়]
[ধারা ৪৪ দ্রষ্টব্য]

- ১। স্থাবর সম্পত্তির হস্তান্তরের উপর ধার্য করের অংশ।
- ২। বিজ্ঞাপনের উপর কর।
- ৩। পরিষদের রক্ষণাবেক্ষণাধীন রাস্তা, পুল ও ফেরীর উপর টোল।
- ৪। পরিষদ কর্তৃক জনকল্যাণমূলক কাজ সম্পাদনের জন্য রেইট।
- ৫। পরিষদ কর্তৃক স্থাপিত বা পরিচালিত স্কুলের ফিস।
- ৬। পরিষদ কর্তৃক কৃত জনকল্যাণমূলক কাজ হইতে প্রাপ্ত উপকার গ্রহণের
জন্য ফিস।
- ৭। পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত কোন বিশেষ সেবার জন্য ফিস।
- ^১[৮। অ্যাপ্রিক যানবাহনের রেজিস্ট্রেশন ফিস;
- ৯। পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের উপর কর;
- ১০। ভূমি ও দালান-কোঠার উপর হোল্ডিং কর;
- ১১। গৃহপালিত পশু বিক্রয়ের উপর কর;
- ১২। সামাজিক বিচারের ফিস;
- ১৩। সরকারী ও বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের উপর হোল্ডিং কর;
- ১৪। বনজ সম্পদের উপর রয়্যালটির অংশ বিশেষ;
- ১৫। সিনেমা, যাত্রা, সার্কাস ইত্যাদির উপর সম্পূরক কর;

^১ “টোল, ফিস এবং সরকারের অন্যান্য সূত্র হইতে প্রাপ্ত আয়” শব্দগুলি ও কমা “টোল এবং ফিস” শব্দগুলির পরিবর্তে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ (সংশোধন) আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সনের ১০নং আইন) এর ৩৭ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

^২ ক্রমিক নং ৮-২০ এবং উহাতে উলিভিত এন্টিসমূহ পূর্ববর্তী ক্রমিক নং ৮ এবং এন্টির পরিবর্তে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ (সংশোধন) আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সনের ১০নং আইন) এর ৩৭ ধারাবলে সংযোজিত।

- ১৬। খনিজ সম্পদ অন্তর্ভুক্ত বা নিষ্কাশনের উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুমতি পত্র বা পাটো সূত্রে প্রাপ্ত রয়্যালটির অংশ বিশেষ;
- ১৭। ব্যবসার উপর কর;
- ১৮। লটারীর উপর কর;
- ১৯। মৎস্য ধরার উপর কর;
- ২০। সরকার কর্তৃক পরিষদকে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে আরোপিত কোন কর।

তৃতীয় তফসিল

এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ

[ধারা ৫৬ দ্রষ্টব্য]

- ১। পরিষদ কর্তৃক আইনানুগভাবে ধার্যকৃত কর, টোল, রেইট ও ফিস ফাঁকি দেওয়া।
- ২। এই আইন, বিধি বা প্রবিধানের অধীন যে সকল বিষয়ে পরিষদ কোন তথ্য চাহিতে পারে সেই সকল বিষয়ে পরিষদের তলব অনুযায়ী তথ্য সরবরাহে ব্যর্থতা বা ভুল তথ্য সরবরাহ।
- ৩। এই আইন, বিধি বা প্রবিধানের বিধান অনুযায়ী যে কার্যের জন্য লাইসেন্স বা অনুমতি প্রয়োজন হয় সে কার্য বিনা লাইসেন্সে বা বিনা অনুমতিতে সম্পাদন।
- ৪। পরিষদের অনুমোদন ব্যতিরেকে সর্বসাধারণের ব্যবহার্য কোন জনপথে অবেধ পদার্পণ।
- ৫। পানীয় জল দূষিত বা ব্যবহারের অনুপযোগী হয় এমন কোন কাজ করা।
- ৬। জনস্বাস্থ্যের পক্ষে বিপজ্জনক হওয়ার সন্দেহে এই আইনের অধীন কোন উৎস হইতে পানি পান করা নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও, ঐ উৎস হইতে পানি পান করা।
- ৭। জনসাধারণের ব্যবহার্য কোন পানীয় জলের উৎসের সন্নিকটে গবাদিপশু বা জীবজন্তুকে পানি পান করানো, পায়খানা-পেশাব করানো বা গোসল করানো।
- ৮। আবাসিক এলাকা হইতে এই আইনের অধীন নির্ধারিত দূরত্বের মধ্যে অবস্থিত কোন পুরুরে বা ডোবায় অথবা উহার সন্নিকটে শন, পাট বা অন্য কোন গাছপালা ডুবাইয়া রাখা।

- ৯। আবাসিক এলাকা হইতে এই আইনের অধীন নির্ধারিত দূরত্বের মধ্যে চামড়া রং করা বা পাকা করা।
- ১০। আবাসিক এলাকা হইতে এই আইনের অধীন নির্ধারিত দূরত্বের মধ্যে মাটি খনন, পাথর বা অন্য কিছু খনন করা।
- ১১। আবাসিক এলাকা হইতে পরিষদ কর্তৃক নিষিদ্ধ দূরত্বের মধ্যে ইটের ভাটি, চুন-ভাটি, কাঠ কয়লা ভাটি ও মৃৎশিল্প স্থাপন।
- ১২। আবাসিক এলাকা হইতে পরিষদ কর্তৃক নিষিদ্ধ দূরত্বের মধ্যে মৃত জীবজীবনের দেহাবশেষ ফেলা।
- ১৩। এই আইনের অধীন নির্দেশিত হওয়া সত্ত্বেও কোন জমি বা ইমারত হইতে আবর্জনা, জীবজীবনের বিষ্ঠা, সার অথবা দুর্গন্ধযুক্ত অন্য কোন পদার্থ অপসারণে ব্যর্থতা।
- ১৪। এই আইনের অধীন নির্দেশিত হওয়া সত্ত্বেও কোন শৌচাগার, প্রস্তাবখানা, নর্দমা, মলকুড়, পানি, আবর্জনা অথবা বর্জিত পদার্থ রাখিবার জন্য অন্যান্য স্থান বা পাত্র আচ্ছাদনে, অপসারণে, মেরামতে, পরিষ্কার করিতে, জীবাণুযুক্ত করিতে অথবা যথাযথভাবে রক্ষণ করিতে ব্যর্থতা।
- ১৫। এই আইনের অধীন কোন আগাছা, ঝোপঝাড় বা লতাগুল্য জনস্বাস্থ্যের বা পরিবেশের জন্য প্রতিকূল ঘোষণা করা সত্ত্বেও, ইহা অপসারণ বা পরিষ্কার করিতে সংশ্লিষ্ট জমির মালিকের বা দখলদারের ব্যর্থতা।
- ১৬। জনপথ সংলগ্ন কোন স্থানে জন্মানো কোন আগাছা, লতাগুল্য বা গাছপালা জনপথের উপর ঝুলিয়া পড়িয়া অথবা জনসাধারণের ব্যবহার্য পানির কোন পুরুর, কুয়া বা অন্য কোন উৎসের উপর ঝুলিয়া পড়িয়া চলাচলের বিষ্ণ সৃষ্টি করা সত্ত্বেও বা পানি দূষিত করা সত্ত্বেও অথবা উহা এই আইনের অধীন জনস্বাস্থ্যের হানিকর বলিয়া ঘোষিত হওয়া সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট স্থানের মালিক বা দখলদার কর্তৃক উহা কাটিয়া ফেলিতে, অপসারণ করিতে বা ছাটিয়া ফেলিতে ব্যর্থতা।
- ১৭। এই আইনের অধীন জনস্বাস্থ্যের জন্য বা পাখবর্তী এলাকার জন্য ক্ষতিকর বলিয়া ঘোষিত কোন শস্যের চাষ করা, সারের প্রয়োগ করা বা ক্ষতিকর বলিয়া ঘোষিত পষ্টায় জমিতে সেচের ব্যবস্থা করা।
- ১৮। এই আইনের বিধান অনুসারে প্রয়োজনীয় অনুমতি ব্যতিরেকে ইচ্ছাকৃতভাবে অথবা অবহেলাভরে পায়খানার গর্ত বা পায়খানার নালা হইতে মলমৃত্ব বা অন্য কোন ক্ষতিকর পদার্থ কোন জনপথ বা জনসাধারণের ব্যবহার্য কোন স্থানের উপর ছড়াইয়া পড়িতে বা গড়াইয়া যাইতে দেওয়া বা এতদুদ্দেশ্যে ব্যবহৃত নয় এই প্রকার কোন নর্দমা, খাল বা পয়ঃপ্রণালীর উপর পতিত হইতে দেওয়া।

- ১৯। এই আইনের অধীন জনস্বাস্থ্যের জন্য বা পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য ক্ষতিকর বলিয়া ঘোষিত কোন কৃপ, পুরুর বা পানি সরবরাহের জন্য কোন উৎস পরিষ্কার করিতে, মেরামত করিতে, আচ্ছাদন করিতে বা উহা হইতে পানি নিষ্কাশন করিতে উহার মালিক বা দখলদারের ব্যর্থতা।
- ২০। এই আইনের বিধান অনুযায়ী নির্দেশিত হইয়া কোন জমি বা দালান হইতে কোন পানি বা আবর্জনা নিষ্কাশনের জন্য যথোপযুক্ত পাইপ বা নর্দমার ব্যবস্থা করিতে জমি বা দালানের মালিক বা দখলদারের ব্যর্থতা।
- ২১। চিকিৎসক হিসাবে কর্তব্যরত থাকাকালে সংক্রামক রোগের অস্তিত্ব সম্পর্কে অবগত হওয়া সত্ত্বেও পরিষদের নিকট তৎসম্পর্কে রিপোর্ট করিতে কোন চিকিৎসকের ব্যর্থতা।
- ২২। কোন দালানে সংক্রামক রোগের অস্তিত্ব সম্পর্কে জানা সত্ত্বেও তৎসম্পর্কে কোন ব্যক্তির পরিষদকে খবর দিতে ব্যর্থতা।
- ২৩। সংক্রামক রোগজীবাণুর দ্বারা আক্রান্ত কোন দালানকে রোগজীবাণুমুক্ত করিতে উহার মালিক বা দখলদারের ব্যর্থতা।
- ২৪। সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত ব্যক্তি কর্তৃক খাদ্য বা পানীয় বিক্রয় করা।
- ২৫। রোগজীবাণু দ্বারা আক্রান্ত কোন যানবাহনের মালিক বা চালক কর্তৃক উহাকে রোগজীবাণু মুক্ত করিতে ব্যর্থতা।
- ২৬। দুপ্রের জন্য বা খাদ্যের জন্য বক্ষিত কোন প্রাণীকে ক্ষতিকর কোন দ্রব্য খাওয়ানো বা খাওয়ার সুযোগ দেওয়া।
- ২৭। এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত স্থান ব্যতিরেকে অন্য কোন স্থানে মাংস বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে কোন প্রাণী জবাই করা।
- ২৮। ক্রেতার চাহিদা মোতাবেক খাদ্য বা পানীয় সরবরাহ না করিয়া নিম্ন বা ভিন্ন মানের খাদ্য বা পানীয় সরবরাহ করিয়া ক্রেতাকে ঠকানো।
- ২৯। ভিক্ষার জন্য বিরক্তিকর কাকুতি মিনতি করা বা শরীরের কোন বিকৃত বা গলিত অংশ বা নোংরা ক্ষতস্থান প্রদর্শন করা।
- ৩০। এতদুদ্দেশ্যে নিষিদ্ধ এলাকায় পতিতালয় স্থাপন বা পতিতাবৃত্তি পরিচালনা করা।

- ৩১। কোন বৃক্ষ বা উহার শাখা কর্তন বা কোন দালান বা উহার কোন অংশ নির্মাণ বা ভাঁচুর এই আইনের অধীন জনসাধারণের জন্য বিপজ্জনক বা বিরক্তিকর বলিয়া ঘোষণা করা সত্ত্বেও উহার কর্তন, নির্মাণ বা ভাঁচুর।
- ৩২। পরিষদের অনুমোদন ব্যতিরেকে কোন রাস্তা নির্মাণ।
- ৩৩। এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত কোন স্থান ব্যতীত অন্য কোন স্থানে কোন বিজ্ঞাপন, মোটিশ, প্ল্যাকার্ড বা অন্য কোন প্রকার প্রচারপত্র আঁটিয়া দেওয়া।
- ৩৪। এই আইনের অধীন বিপজ্জনক বলিয়া ঘোষিত পদ্ধতিতে কাঠ, ঘাস, খড় বা অন্য কোন দাহ্য বস্তু স্থগীকৃত করা।
- ৩৫। এই আইনের অধীন প্রয়োজনীয় অনুমতি ব্যতিরেকে কোন রাস্তার উপরে পিকেটিং করা, জীবজন্তু রাখা, যানবাহন জমা করিয়া রাখা, অথবা কোন রাস্তাতে যানবাহন বা জীবজন্তুকে থামাইবার স্থান হিসাবে অথবা তারু খাটাইবার স্থান হিসাবে ব্যবহার করা।
- ৩৬। গৃহপালিত জীবজন্তুকে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতে দেওয়া।
- ৩৭। সূর্যাস্তের অর্ধেকন্টা পর হইতে সূর্যোদয়ের অর্ধেকন্টা পূর্ব পর্যন্ত সময়ের মধ্যে কোন যানবাহনে যথাযথ বাতির ব্যবস্থা না করিয়া চালানো।
- ৩৮। যানবাহন চালানোর সময় সংগত কারণ ব্যতীত রাস্তার বাম পার্শ্বে না থাকা অথবা একই দিকগামী অন্য কোন যানবাহনের ডান পার্শ্বে না থাকা অথবা রাস্তায় চলাচল সংক্রান্ত অন্যান্য বিধি না মানা।
- ৩৯। এই আইনের অধীন প্রদত্ত কোন নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া রেডিও বা বাদ্যযন্ত্র বাজানো, ঢাকচোল পিটানো, ভেঁপু বাজানো, অথবা কঁসা বা অন্য কোন জিনিসের দ্বারা আওয়াজ সৃষ্টি করা।
- ৪০। আঘেয়ান্ত্র, পটকা বা আতসবাজী এমনভাবে ছোড়া অথবা উহাদের লইয়া এমনভাবে খেলায় বা শিকারে রত হওয়া যাহাতে পথচারী বা পার্শ্ববর্তী এলাকায় বসবাসকারী বা কর্মরত লোকজনের বা কোন সম্পত্তির বিপদ বা ক্ষতি হয় বা হইবার সম্ভাবনা থাকে।
- ৪১। পথচারীদের বা পার্শ্ববর্তী এলাকায় বসবাসকারী বা কর্মরত লোকজনের বিপদ হয় বা বিপদ হইবার সম্ভাবনা থাকে এমনভাগে গাছ কাটা, দালান কোঠা নির্মাণ বা খনন কাজ পরিচালনা করা অথবা বিস্ফোরণ ঘটানো।

- ৪২। এই আইনের অধীন প্রয়োজনীয় অনুমতি ব্যতিরেকে স্বীকৃত গোরস্থান বা শুশান ছাড়া অন্য কোথাও লাশ দাফন করা বা শবদাহ করা।
- ৪৩। হিংস্র কুকুর বা অন্য কোন ভয়ংকর প্রাণীকে নিয়ন্ত্রণ বিহীনভাবে ছাড়িয়া দেওয়া বা লেলাইয়া দেওয়া।
- ৪৪। এই আইনের অধীন বিপজ্জনক বলিয়া ঘোষিত কোন দালানকে ভাঙ্গিয়া ফেলিতে বা উহাকে মজবুত করিতে ব্যর্থতা।
- ৪৫। এই আইনের অধীন মনুষ্য-বসবাসের অনুপযোগী বলিয়া ঘোষিত দালান-কোঠা বসবাসের জন্য ব্যবহার করা বা কাহাকেও উহাতে বসবাস করিতে দেওয়া।
- ৪৬। এই আইনের বিধান মোতাবেক কোন দালান চুনকাম বা মেরামত করিবার প্রয়োজন হইলে তাহা করিতে ব্যর্থতা।
- ৪৭। এই আইন বা কোন বিধি বা তদবীন প্রদত্ত কোন আদেশ, নির্দেশ বা ঘোষণা বা জারীকৃত কোন বিজ্ঞাপন খেলাপ।
- ৪৮। এই তফসিলে উল্লিখিত অপরাধসমূহ সংঘটনের চেষ্টা বা সহায়তা করা।
-